Notes on

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত

আজ এই নিবন্ধে, আমরা রাশিয়া বা ইউক্রেনের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব যা কোনও প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত

আলোচনায় কেন:

রাশিয়া রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তের কাছে বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন করেছে, যা দুই দেশের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ এবং ইউক্রেনের সম্ভাব্য দখলদারিত্বের বিষয়ে আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন সম্পর্ক:

ইউক্রেন এবং রাশিয়া শত শত বছরের সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং পারিবারিক বন্ধন ভাগ করে নিয়েছিল।

রাশিয়া এবং ইউক্রেনের জাতিগতভাবে রাশিয়ান অংশে অনেকের জন্য, দেশগুলির ভাগ করে নেওয়া ঐতিহ্য একটি আবেগময় বিষয় যা নির্বাচনী এবং সামরিক উদ্দেশ্যে শোষণ করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হিসাবে, ইউক্রেন রাশিয়ার পরে দ্বিতীয় সবচেয়ে শক্তিশালী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ছিল এবং কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণ কী?

খসড়াটি নিয়ে আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়ান সেনাবাহিনী গঠনের সাথে সাথে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

এই সংকট বিশ্বব্যাপী শিরোনাম দখল করেছে এবং এটি একটি নতুন "শীতল যুদ্ধ" বা এমনকি "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ" ট্রিগার করতে সক্ষম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বর্তমান অবস্থা:

রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আশ্বাস চেয়েছে যে ইউক্রেনকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। তবে এমন কোনও আশ্বাস দিতে রাজি নয় আমেরিকা। এর ফলে দেশগুলোর মধ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে হাজার হাজার রুশ সৈন্য ইউক্রেন আক্রমণ করতে প্রস্তুত।

byjusexamprep.com

পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে নিষেধাজ্ঞা ত্রাণ ও অন্যান্য ছাড় চেয়ে ইউক্রেনের সীমান্তে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে রাশিয়া। রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কোনও ধরণের সামরিক পদক্ষেপ বিশ্বের সামনে একটি বড় সংকট তৈরি করবে এবং এখন পর্যন্ত এটি জড়িত পক্ষগুলির কোনও পক্ষের দ্বারা বিবেচনা বা আলোচনা করা হয়নি।

সংঘাতের কারণ:

- ক্ষমতার ভারসাম্য
- পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য বাফার জোন
- 'কৃষ্ণ সাগর' নিয়ে রাশিয়ার আগ্রহ
- ইউক্রেনে ইউরোমেইদান আন্দোলন
- ইউক্রেনে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন
- ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার আগ্রাসন
- ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদ

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে মিনস্ক চুক্তি:

2014 সালের ইউক্রেন বিপ্লব এবং ইউরোময়দান আন্দোলনের পর, পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলে (একসাথে ডনবাস অঞ্চল নামে পরিচিত) বেসামরিক অস্থিরতা দেখা দেয়, যা রাশিয়ার সীমানায় অবস্থিত।

এসব এলাকার জনসংখ্যার বেশিরভাগই রাশিয়ান এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে রাশিয়া সেখানে সরকার বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে। রাশিয়া সমর্থিত বিদ্রোহী ও ইউক্রেনীয় বাহিনী এই অঞ্চলে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে।

মিনস্ক প্রোটোকল (মিনস্ক I)

2014 সালের সেপ্টেম্বরে, মিনস্ক প্রোটোকল (মিনস্ক I) স্বাক্ষরের জন্য ইউক্রেন, রাশিয়া এবং ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা (ওএসসিই) নিয়ে গঠিত ত্রিপাক্ষিক যোগাযোগ গ্রুপ দ্বারা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি 12-দফা যুদ্ধবিরতি চুক্তি যা অস্ত্র অপসারণ, বন্দী বিনিময়, মানবিক সহায়তা ইত্যাদির মতো বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, তবে উভয় পক্ষ লঙ্ঘনের পরে চুক্তিটি ব্যর্থ হয়।

মিনস্ক প্রোটোকল (মিনস্ক II)

byjusexamprep.com

2015 সালে, মিনস্ক II নামে আরেকটি প্রোটোকল দলগুলি দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর মধ্যে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আরও বেশি ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে পার্থক্যের কারণে এই ধারাগুলি প্রয়োগ করা হয়নি।

কেন আন্তর্জাতিকভাবে মনোযোগ দিতে হবে

দেশটির পূর্বাঞ্চলে কিয়েভ ও রাশিয়াপন্থী বিদ্রোহীদের মধ্যে লড়াইয়ে 14 হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। 2021 সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এর মধ্যে 3 হাজার 393 জন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

ক্রিমিয়া এবং পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপীয় সংঘ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার অর্থনীতির ব্যক্তিসত্তা এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিকে লক্ষ্য করে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা।

ভারতের প্রতিক্রিয়া

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত ইস্যুতে দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক নীরবতা বজায় রেখেছে ভারত। এ বারও দক্ষ আলোচকদের দ্বারা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ভাবে সামলানো যাবে এই আশায় ভারত ধৈর্য ধরে মনোভাব বজায় রেখে চলেছে, কিন্তু সম্প্রতি ভারত এই বিষয়ে কথা বলেছে এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য টেকসই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিষয়টির শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, 2014 সালে ক্রিমিয়ার রাশিয়া দখলের পর ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা সমুন্নত রেখে জাতিসংঘের একটি প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল ভারত।

byjusexamprep.com

Notes on

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত